দ্বিতীয় প্রবাস - ২৪

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

হলুদ বাটো, মেন্দী বাটো ... ...

'সকাল বেলার পাখী' হিসেবে যাদের পরিচিতি, আমার অত্যন্ত স্তাবক বন্ধুরাও আমাকে তাদের দলে ফেলতে লজ্জা পাবেন। 'আমি হবো সকাল বেলার পাখী, সবার আগে কুসুম বাগে উঠব আমি জাগি' জাতীয় প্রার্থনা কিংবা বাসনা আমার কখনো ছিলনা, আজো নেই। সত্যি বলতে কি খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে ওঠা আমার অভ্যাসের মধ্যে পরে না। তবে কখনো সখনো যখন কোন প্রয়োজনে খুব ভোরে জেগে উঠতে হয় কিংবা অকারণেই যদি কখনো ঘুম ভেংগে যায়, তখন কিন্তু বেশ ভালোই লাগে। ভোরের শান্ত, সমাহিত প্রকৃতির একটি বিশেষ সৌন্দর্য এবং আবেদন আছে। রং বেরংয়ের ফুলকলিদের স্ফুটন; রাতের সুষুপ্তির কোল থেকে লোকালয়ের জাগরন; আঁধারের পর্দা সরিয়ে পুবের আকাশে আলোর আবাহন; ঘাসের ডগার কোমল শিশির বিন্দুতে নতুন সূর্যের আলোর বিচ্ছুরণ কিংবা নৈশঃব্দের পৃথিবীর শব্দময়তায় প্রত্যাবর্তন - এই সব অপার এবং অতুলনীয় সৌন্দর্যের সাক্ষী হওয়ার মধ্যে যে আনন্দ তা অনির্বচনীয়। আজকের, সাতাশে অক্টোবরের, এই সুপ্রভাত আমার জন্য সে আনন্দই বয়ে আনলো। অনেক দেরীতে শুয়েও খুব সকালে ঘুম ভাংলো। আমাদের সুইটের সবাই গভীর ঘুমে অচেতন; কিন্তু 'দীপ্ত ঊষার মাঙ্গলিক' যেন আমার ঘুম ভাংগিয়ে দিয়ে বলে গেল 'মুসাফির জাগো নিশি আর নাই বাকি'। ঘড়ি দেখলাম; ফজর নামাজের সময় হতে এখনো কিছুটা সময় বাকী। আমার কামরা আর বারান্দার মাঝখানে কাঁচের দেয়াল। পর্দা সামান্য ফাঁক করে আমি সে দেয়ালের সামনে চলে এসে বাইরে তাকালাম। শুক্লা পদ্রমী বা ষষ্ঠির চাঁদ কবেই ডুবে গেছে; ম্লান আলোয় কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে আকাশও যেন ঘুমুচ্ছে। মৃদুমন্দ বাতাসে Inn এর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া ফেডারেল হাইওয়ে আই-৯১ এর দু'পাশের ঘন সন্নিবদ্ধ গাছের বাহারী রং এর পাতারা কাঁপছে। ঘরের বাইরে না এসেও আমি যেন সে বাতাসের কোমল পরশ অনুভব করতে পারছি। মাঝে সাঝে দ্রুত ধাবমান কোন গাড়ীর শব্দ চরাচরের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান করে দিচ্ছে আর যেন বলছে 'চরৈবতি' অর্থাৎ এগিয়ে চল।

আমেরিকায় আসার পর প্রায়ই ফজরের নামাজ ঠিক সময় আদায় করা হচ্ছিল না; কিন্তু আজ তা হলো। ওজু করে নামাজ আদায় করে হাটতে বেরুলাম। রাস্তায় আরো দু'একজন স্বাস্থ্যান্বেষীর দেখা মিললো; এদের অধিকাংশই অবশ্য বেজায় ধরণের মোটা। ক'দিন আগেই কোথায় যেন পড়েছিলাম যে আমেরিকার শতকরা ২৪ ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক লোক obese অর্থাৎ অস্বাভাবিক রকম মোটা,এবং এদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে !আমি নিজে খুব 'চিকণ' তা বলবো না, তবে আমেরিকানদের তুলনায় আমাকে রুগ্নই বলতে হবে। পা ফসকে বা অন্য কোনভাবে যদি এদের কেউ আমার গায়ের উপর এসে পরে তবে নির্ঘাৎ পটল তুলতে হবে। ছেলের বিয়ের আগে এ ধরণের দুর্ঘটনায় পরা সমীচিন হবেনা বিধায় এইসব ঢাউস সাইজের মানুষদের কাছ থেকে নিরাপদ দুরত্বে ঘন্টাখানেক হাটাহাটি করে নাস্তা করার জন্য Inn এর ডাইনিং হলে চলে এলাম। আমি ভেবেছিলাম এত সকালে ডাইনিং হল নিশ্চয় ফাঁকা থাকবে। কিন্তু সে ধারণা ভুল;

আমাদের লোকেই হল ভর্তি। নাসিম আর তার বোনেরা শুধু অনুপস্থিত; আমাদের extended পরিবারের বাকী প্রায় সকলেই সেখানে মওজুদ। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে সংগতি রেখে সবাই বেশ জোরে-সোরে আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। কনে পক্ষের দু'চারজন মেহমানও এই inn এ উঠেছেন। ডাইনিং হলে তাদের সাথেও আলাপ পরিচয় হলো এবং তারাও আমাদের সাথে গাল-গল্পে যোগ দিলেন। আমাদের ব্যাপার স্যাপার দেখে Inn এর অন্যান্য অতিথিরা আর সেখানে বসার সাহস পেলেন না; তারা প্লেটে করে নাস্তা নিয়ে যার যার কামরায় চলে গেলেন। সাড়ে ন'টায় সেদিনের মত ব্রেকফাস্ট সার্ভিস বন্ধ করে দেয়া হল। বাধ্য হয় আমরাও উঠলাম।

আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী গায়ে-হলুদ, নিকাহ আর মেহদীর অনুষ্ঠানের মন্ত্রসজ্জার জন্য আমাদের পক্ষের বেশ ক'জন বেলা দশটার মধ্যে the Big Barn এ পৌছে গেল। আমরা, বাকীরা অনুষ্ঠানে যাবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। পরাগ যেহেতু নিউইয়র্ক থেকে আসবে ওকে জ্যাকসন হাইটস এর আলাউদ্দিনের দোকান থেকে মিষ্টি আনার ভার দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল ও যেন অবশ্যই সাড়ে বারোটার মধ্যে আমাদের এ পৌঁছে যায়। পরাগ বেশ দায়িত্বশীল ছেলে, ওর ওপর নির্ভর করা যায়। তাই মিষ্টির ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু সাড়ে বারোটার দিকে ওর ফোন পেয়ে একটু দুশ্চিন্তায় পরা গেল। ও জানালো যে দোকান দেরীতে খোলায় মিষ্টি নিয়ে রওয়ানা হতেই ওদের বেশ দেরী হয়ে গেছে, আর গোদের ওপর বিঁষফোঁড়ার মত হাইওয়ে ৯৫ তে ওরা মহা যানজটে আটকে গেছে। অতএব দেড়টা থেকে দু'টোর আগে ওরা কোনমতেই Inn এ এসে পৌঁছতে পারবে না। এটা অবশ্যই সুসংবাদ নয়; তবে মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি? আমরা যখন আমাদের বৌভাত অনুষ্ঠানে catering এর জন্য নিউইয়র্কের কোন বাংগালী caterer নিয়োগের কথা চিন্তা করছিলাম তখন আমাদের আত্মীয় ওয়াহেদ মাহবুবও এ যানজট সমস্যাটার কথা উল্লেখ করেছিল। ওয়াহেদ বেশ কয়েক বছর ধরে কানেটিকাটের ওয়েষ্ট হাভেনের বাসিন্দা। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ও আমাকে জানিয়েছিল যে ওর জানামত গত তিন মাসে ওয়েষ্ট হাভেনের যেসব অনুষ্ঠানের জন্য নিউয়র্কের caterer রা খাবার সরবরাহ করেছে, তার কোনটিতেই ঠিক সময়ে খাবার পরিবেশন করা যায় নাই ! আমরা যে নিউইয়র্কের কোন caterer নিয়োগ করিনি তার প্রধান কারণই এটা।

পরাগ যখন মিষ্টি নিয়ে এলো তখন বেলা প্রায় দু'টো। মন্ত্র সাজাতে যারা Big Barn এ গিয়েছিল তাদেরও আসতে বেশ দেরী হয়েছে। কনে পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে আমরা যেন কোন মতেই সাড়ে তিনটের আগে রওয়ানা না হই; ওদের পক্ষের লোকেরা চারটের আগে Big Barn এ পৌঁছতে পারবেনা। এর মানে হচ্ছে আজকের অনুষ্ঠানমালার শুরুটা কমপক্ষে একঘন্টা পিছিয়ে যাবে! একদিকে ভালোই হলো; আমাদের মেয়েরা তাদের সাজ-সজ্জার জন্য একটু বেশী সময় পেলো। কনে পক্ষের অনুরোধ মনে রেখে আমরা সাড়ে তিনটের সময় রওয়ানা হয়ে চারটের কিছু পরে Big Barn এ পৌঁছে গেলাম। কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানের ছবি তোলার জন্য নিয়োজিত photographer দম্পতি ছাড়া সেখানে আর কেউই নেই! এদিকে আমাদের গাড়ী বহরেও একটি গাড়ি কম; আমার ভায়রাভাই ভূতপূর্ব বিমান সেনা সাইদুর রহমান সাহেব যে গাড়ীটি চালাচ্ছিলেন, সেটি কেমন করে যেন দলছুট হয়ে হারিয়ে গেছে। গাড়ি চালানোর সময় সহযাত্রীদের সাথে নানাবিধ বিশ্বসমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করা সাইদ সাহেবের অনেকদিনের অভ্যাস। আজ তার সহযাত্রী অতি বিনয়ী, অত্যন্ত কম কথা বলা, এবং নীরব

শ্রোতা আমাদের দু'ভায়রারই কনিষ্ঠতম শ্যালক রাশেদ। আমার ধারণা বিশ্বের কোন কঠিন সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত থাকার কারণেই তিনি পথ হারানোর মতো এই তুচ্ছ সমস্যায় পরে গেছেন। যাই হোক আমাদের দুই জামাই নোমান আর তারেক mobile telephone এর সাহায্যে তাদের খালুশ্বশুরকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পরলো এবং ঘন্টাখানেক পরে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হলো। সাইদ ফিরে আসার কিছুক্ষনের মধ্যেই কনে পক্ষের মানুষজন ও পৌঁছে গেলেন।

The Big Barn খুব সুন্দর খোলা মেলা জায়গা। এর বিশাল কারপার্কের পাশে ছোট একটা লেক। সেখানে ফোঁয়ারা থেকে পানি পরছে। হঠাৎ করে দমকা বাতাস এসে আশেপাশের গাছের পাতায় মর্মর ধ্বনি তুলছে। গরমের সময়ের জন্য এ দৃশ্য অবশ্যই নয়নলোভা; কিন্তু আজ, অক্টোবরের সাতাশ তারিখের শীত বিকেলের কনকনে ঠান্ডায় এ জায়গায় প্রায় ঘন্টা খানেক দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের যখন প্রায় জমে যাওয়ার জোগাড়, তখন কন্যা পক্ষের মুরুব্বী স্থানীয় লোকেরা এসে আমাদের হলের ভিতরে স্বাগত জানালেন। কাঁধে ঝোলানো বিশাল ঢোল বাজিয়ে বরের মামা এহসান হলুদতত্ব এবং বিয়ের দানসামগ্রী বহনকারী ছেলেমেয়েদের দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তার পেছনে রয়েছে কাঠের পাটাতনে বসানো কনের পোষাক পরানো তাতনের মহা শিল্পকর্ম সেই আজব ঢাউস পুতুল। আমাদের দুই জামাই তারেক এবং তমাল সেই বিচিত্র জিনিষ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের পেছনে হলুদ পোষাক পরা মেয়েদের দল, এর পর একই ডিজাইনের পাঞ্জাবী পরা ছেলেবাহিনী এবং সবশেষে বরের গুরুজন। ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে গেছে।

মাগরেব নামাজ সেরে অনুষ্ঠান শুরু হতে হতে সাড়ে পাঁচটা বাজলো। আজকের প্রথম অনুষ্ঠান গায়ে হলুদ। এ অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য এসেছেন নিউইয়র্ক প্রবাসী সুকণ্ঠি সংগীত শিল্পি তাহমিনা শহিদ। তাহমিনা নৃত্যশিল্পী শহীদ উদ্দিনের স্ত্রী। ওরা স্বামী-স্ত্রী মিলে নিউইয়র্কে একটি গান ও নাচের স্কুল চালায়। আমাদের সিংগাপুর অবস্থানের প্রথমদিকে, যতটুকু মনে পরে ১৯৮৪ সালে, সিংগাপুরে চাকুরী করতে আসা তরুন যুবক শহীদ ও তার আরো কিছু সমবয়সী বন্ধুদের সাথে আমাদের সখ্যতা গড়ে ওঠে। আমি তখন সিঙ্গাপুরে বাংগালী কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রীতিমত একজন মহা 'মাতব্বর' স্থানীয় ব্যক্তি। শহীদও ছিল খুব সংস্কৃতিমনা এবং অত্যন্ত ভালো অভিনেতা। সম্ভবতঃ সে কারণে খুব অল্পদিনের মধ্যেই শহীদ আমাদের কিশোরী মেয়ে সোনিয়া এবং আট বছরের ছেলে শেরিফের চাচা বনে যায়। দু'তিন বছর পর ও সিঙ্গাপুর ছেড়ে ও ভারতবর্ষে গিয়ে ধ্রুপদী নাচ শেখে এবং পরে নিউইয়র্কে গিয়ে আস্তানা গাড়ে। শেরিফের বিয়েতে ওকে নিমন্ত্রন জানাতেই শহিদের অবাক প্রশ্ন 'সেই বাচ্চা শেরিফের বিয়ে হচ্ছে?' এর পরপরই ও গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে ওর স্ত্রী তাহমিনার গান গাওয়ার প্রস্তাব দেয়; 'রাযযাক ভাই, শেরিফের বিয়েতে এটা হবে আমাদের প্রীতি উপহার' ও বলে। ভালোবাসার এই উপহার আমরা সানন্দে গ্রহন করি। তাহমিনার গলা অদ্ভুদ সুন্দর; বাংলা এবং

হিন্দী মিলিয়ে ও প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে সুললিত কণ্ঠের যাদুতে তাহমিনা উপস্থিত অতিথিদের আপ্যায়িত করে।

গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান শেষ করতে বেশ তাড়াহুড়া করতে হল কেননা তার পর নিকাহ এবং মেহদির অনুষ্ঠান করতে হবে। গায়ে হলুদের পর পর রাতের খাবার পরিবেশন করা হল। এরপরই নিকাহ বা ইসলাম ধর্মিয় আচারসম্মত বিবাহ। এই বিবাহ পরিচালনা করলেন একজন মিসরীয় ইমাম। অনুষ্ঠান শেষে তার দেয়া খুৎবাটিতে বর্তমান সময়ের প্রক্ষিতে প্রবাসী মুসলিম তরুন তরুনীদের জন্য সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ছিল। কুপমন্ডুক কাঠমোল্লাহ বা ধর্মব্যবসায়ীদের মত কেবল মাত্র বেহেশত প্রাপ্তি বা দোজখ এড়ানোর কায়দা কানুন নিয়ে আদৌ কোন কথা না বলে তিনি তার খুৎবায় বর কনেকে সত্যিকারের 'মুসলিম' বা আল্লাহর পথে সমর্পিত মানুষ হবার, মানুষকে এবং আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টিকে ভালোবাসার এবং মানুষের কল্যানে জীবন উৎসর্গ করার পরামর্শ দিলেন। কনে পক্ষের দু'চারজন প্রবীণ মেহমানরা গতানুগতিক ধারার কথা না শুনে একটু হতাশই হলেন বলে মনে হোল; তার এই বক্তব্য তারা খুব একটা পছন্দ করলেন বলে মনে হলো না; তবে বাকী লোকদের সবাই তার এই বক্তব্যকে স্বাগত জানালো।

নিকাহর পর শুরু হলো মেহদীর অনুষ্ঠান যা আমাদের পক্ষের প্রায় সকলের কাছেই নুতন। শুনলাম এই অনুষ্ঠানটি মূলতঃ মেয়েদের, এবং আমাদের গায়ে হলুদের মতো এটিও ধর্মিয় আচারসম্মত বিবাহের আগে হয়ে থাকে। কিন্তু কনে পক্ষের দেরীর কারণে তিনটের অনুষ্ঠান সাড়ে পাঁচটায় শুরু হওয়ায় নিকাহর পরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিকল্প কোন বসার জায়গার ব্যবস্থা না থাকায় এবং বাইরে তীব্র ঠান্ডার কারণে পুরুষ মানুষদের উপস্থিতিতেই এটি করতে হচ্ছে। তবে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হল তারা যেন নীরব দর্শক হয়েই থাকেন। প্রথমে দেখলাম অনুষ্ঠানের শুরুতে কনের সখীরা কনের মাথার উপর একটি বড় চাদরের আচ্ছাদন তৈরী করে তাকে মাঝখানে রেখে মন্ত্রে প্রবেশ করলো। মনে হলো সেখানে কনের কড়ে আংগুলে মেহদী লাগানো নিয়ে সখিদের সাথে কেমন যেন দামদস্তুর হচ্ছে। এটা একসময় থামলো, এবং কনের মা-খালারা একে একে এসে তাকে মেহদী লাগালেন। এ সময়ে মন্ত্রের একপাশে বসে কনে পক্ষের কয়েকজন বয়স্কা মহিলা বিয়ের গান গাইতে শুরু করলেন। তবে সে গানের সুর তাল লয়ের অবস্থা বড়ই করুণ । বেগতিক দেখে কাজল আমাদের শ্যালিকা শিরিনকে পাঠালো তাদের উদ্ধার করার জন্য। পরে সোনিয়া ও তাতন শিরিনের সাথে যোগ দিয়ে গানে প্রাণ ফিরিয়ে আনলো। এই বিয়ের গানের মধ্যে দিয়েই প্রায় মধ্যরাতে অনুষ্ঠান শেষ হলো। নিমন্ত্রিত অতিথিরা আস্তে আস্তে বিদায় নিলেন। সব গোছগাছ করে আমরা যখন Inn এ ফিরে এলাম তখন রাত একটা বেজে গেছে।

(চলবে)

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)